রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২১, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ চৈত্র ১৪১৩ / ২১ মার্চ ২০০৭

এস, আর, ও নং ৩০-আইন/২০০৭।—জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ২ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) **"কমিশন কর্মকর্তা"** অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার অধস্তন কোন কর্মকর্তা;";

(খ) বিধি ১০ (২) এর "আইনের" শব্দের পরিবর্তে "বিধিমালার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) বিধি ১৪ এর "Arms Act, 1878 (Act XI of 1878), Foreign Currency Regulation Act, 1947, Explosives Substances Act, 1908 (Act VI of 1908)" শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "Penal Code (Act XLV of 1860), Arms Act, 1878 (Act XI of 1878), Explosive Substances Act, 1908 (Act VI of 1908), Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act VII of 1947)" শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঘ) বিধি ১৫ এর "উক্ত অপরাধ উদঘাটন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বা কমিশন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ উদঘাটন বা অনুসন্ধান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) বিধি ১৫ক(১) এর "সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশন কর্মকর্তা বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) বিধি ১৫খ এর—

(অ) উপ-বিধি (১) এর "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তার" শব্দগুলি এবং "উক্ত কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৪) এর "সরকার" শব্দের পর ",কমিশন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ছ) বিধি ১৫গ(১) এর "তদন্তকারী কর্মকর্তা" শব্দগুলির পর ", কমিশন কর্মকর্তা বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(জ) বিধি ১৫ঘ এর—

(অ) উপ-বিধি (১) এর "কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কমিশন কর্মকর্তা কোন তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (২) এর "সরকার" শব্দের পরিবর্তে "উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্দেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, কমিশন কর্মকর্তা বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) উপ-বিধি (৪) এর "কোন কর্মকর্তা" শব্দগুলির পর ", কমিশন কর্মকর্তা বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঝ) বিধি ১৮(১) এ "অপরাধ বা উক্ত বিধিসমূহে উল্লিখিত" শব্দগুলির পরিবর্তে "আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঞ) বিধি ১৯ এর পর নিম্নবর্ণিত বিধি ১৯ক, ১৯খ, ১৯গ, ১৯ঘ, ১৯ঙ, ১৯চ, ১৯ছ, ১৯জ এবং ১৯ঝ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**১৯ক। মামলা নিষ্পত্তির মেয়াদ।**—(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ এবং ১৫ এ উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য শুরু হইবার তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কেবল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীমকোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৯খ। বিচারকার্য মূলতবী।—(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ এবং ১৫ এ উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন মামলার বিচারকার্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলিবে, তবে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের আবেদনে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মূলতবী করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) দিন পর্যন্ত বিচারকার্য মূলতবী করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কোন মামলার বিচারকার্য এইরূপে মূলতবী করিতে পারিবে না, যাহার ফলে উক্ত মামলার বিচারকার্য বিধি ১৯ক এ উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নিষ্পন্ন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

১৯গ। আদালত, ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির জবাবদিহিতা।—বিধি ১৯ক এ উল্লিখিত সময়-সীমার মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি না হইবার ক্ষেত্রে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল, পাবলিক প্রসিকিউটর, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিধি ১৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা বা উক্ত বিচারকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, প্রযোজ্য হইবে।

১৯ঘ। **জামিন সংক্রান্ত বিধান।**—জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৭ ও ৪৯৮ বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও ১৫ এ উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার চলাকালীন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে জামিনের আবেদন করিতে পারিবে না।

১৯ঙ। **আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের প্রকৃতি।**—জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও ১৫ এ উল্লিখিত কোন আইনের অধীন অনুসন্ধান, অভিযোগ দায়ের বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, তদন্ত, বিচার পূর্ববর্তী কার্যক্রম বা বিচার চলাকালীন সময়ে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশকে, চূড়ান্ত রায় ব্যতিরেকে, উচ্চতর কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে তর্কিত করিয়া কোনরূপ প্রতিকার দাবী করা যাইবে না।

১৯চ। **দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা তদন্তকালে আয়কর সংক্রান্ত নথি, ইত্যাদি পরীক্ষা ও উহা সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন।**—(১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে Income Tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) সহ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধ তদন্তকালে আয়কর বা অন্য কোন কর সংক্রান্ত কোন নথি, ব্যাংক হিসাব বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হিসাব বা কাগজপত্র বা অন্য কোন বিষয় পরিদর্শন বা পরীক্ষাসহ তদন্তের প্রয়োজনে আটক ও জব্দ করা আবশ্যক হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে, উক্ত আয়কর বা অন্য কোন কর সংক্রান্ত নথি, ব্যাংক হিসাব বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হিসাব বা কাগজপত্র বা অন্য কোন বিষয় পরিদর্শন বা পরীক্ষাসহ আটক ও জব্দ করিতে পারিবে।

(২) বিচারের সময় যদি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নথি, হিসাব বা কোন কাগজপত্র সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল উহা তলব করিতে পারিবে এবং সাক্ষ্য হিসাবে উহা গ্রহণীয় (admissible) হইবে।

১৯ছ। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য।**—জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও ১৫ এ উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কমিশন কর্মকর্তা বা এই বিধিমালার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনার বা ঘটনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয়ের চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা অন্য কোন যান্ত্রিক মাধ্যমে বা উপায়ে ধারণ বা গ্রহণ করিলে, উক্ত চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে বা উপায়ে ধারণকৃত বা গৃহীত টেপ, ডিস্ক, তথ্য বা মামলা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উপাদান উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল উক্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

১৯জ। **বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদির সাক্ষ্য।**—এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও ১৫ এ উল্লিখিত আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত কোন রাসায়নিক পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আঙ্গুলাংক বিশারদ, আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদ, ব্যাংক হিসাব নিরীক্ষক, আয়কর নিরীক্ষক বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞকে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই বিধিমালার অধীন বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

১৯ঝ। **আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।**—(১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালা বা বিধি ১৪ ও১৫ এ উল্লিখিত আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্ত প্রতিবেদনে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পলাতক হিসেবে উল্লেখ করা হইলে, আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেপ্তার বা তাহাকে বিচারে সোপার্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক

রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যে ভবনে অবস্থিত সেই ভবনের সহজে দৃশ্যমান হয় এমন কোন স্থানে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সর্বশেষ যে বাসস্থানে বসবাস করিয়াছেন বা যে স্থানে চাকুরী করিয়াছেন বা ব্যবসা পরিচালনা করিয়াছেন মর্মে জানা যায় সেই বাসস্থান, কর্মস্থল বা ব্যবসার স্থানের সহজে দৃশ্যমান হয় এমন কোন স্থানে, নোটিশ লটকাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে জারীপূর্বক নোটিশে উল্লিখিত সময়, যাহা ৩ (তিন) দিনের বেশি হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালত বা ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন নোটিশ জারী হইলে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।";

(ট) বিধি ২২ এর পর নিম্নরূপ বিধি সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"২৩। **বিধিমালার ব্যাখ্যা**।—The General Clauses Act, 1897 (X of 1897) সংসদের কোন আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য হয়, এই বিধিমালার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেরূপ প্রযোজ্য হইবে।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ ফাল্গুন, ১৪১৩ মোতাবেক, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল করিম
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।